আলোচনা

দৈনন্দিনের কবিতা

আকৃতি আর্ট গ্যালারিতে সম্প্রতি আয়োজিত হয়েছিল কে জি সুব্রহ্মণ্যনের রেখাচিত্রের একটি প্রদর্শনী। এই গ্যালারি ও সিগাল-এর সঙ্গে ‘দ্য পোয়েট্রি অব দ্য এভরিডে’ নামের এই প্রদর্শনী ভারতীয় আধুনিক শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কে জি সুব্রহ্মণ্যনের নির্বাচিত বেশ কিছু ড্রয়িংধর্মী কাজ দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

কে জি সুব্রহ্মণ্যন ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, ছাপচিত্র শিল্পী, শিক্ষক, লেখক এবং চিন্তাশীল এক ব্যক্তিত্ব। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে শিল্পচেতনার বিকাশ ঘটলেও এই চিত্রশিল্পী কখনও একটি নির্দিষ্ট শৈলী বা ঐতিহ্যের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। ভারতীয় লোকশিল্প এবং পৌরাণিক আখ্যানধর্মী চিত্রভাষার সঙ্গে আন্তর্জাতিক আধুনিকতার প্রবণতাকে মিলিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক স্বতন্ত্র চিত্রভাষা।

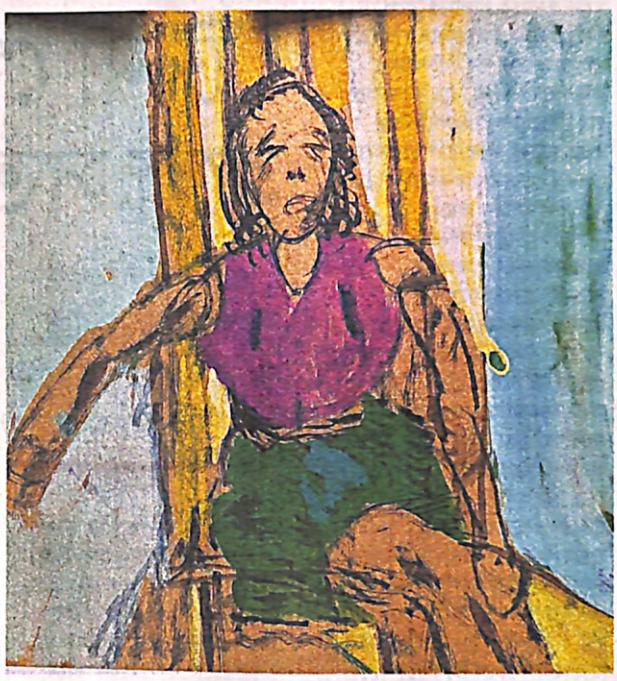
প্রদর্শনীতে তাঁর বিশাল দেওয়ালচিত্র, বিপরীত চিত্রকলা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র... এ সব কিছুই ছিল না। আকৃতি গ্যালারি আয়োজন করেছিল সুব্রহ্মণ্যনের



সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির প্রকাশ— তাঁর বহুসংখ্যক ড্রয়িং। তাঁর এই ড্রয়িং কিন্তু প্রাথমিক খসড়া নয়, এগুলো সবই পূর্ণাঙ্গ শিল্প রূপে প্রকাশিত।

শিল্পের মহত্ত্ব কেবল তার বিষয়ের প্রসারে বা ক্যানভাসের বিশালতায় অথবা প্রকাশের আড়ম্বরে থাকে না। তাঁর শৈল্পিক যাত্রায় এক জায়গায় গিয়ে তিনি চারুকলা এবং কারুশিল্প, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, গাম্ভীর্য ও কৌতুক-এর ভিতরে কোনও সীমানা মানেননি। এখানে একই সঙ্গে ড্রয়িং, জলরং, গোয়াশ ও মিশ্র মাধ্যমের ছবি রাখা হয়েছিল। কে জি সুব্রহ্মণ্যন একান্ত ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সৃজনশীলতা তখনই বিকশিত হয়, যখন তা সাধারণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সেটাই যেন এই পরিসরে দেখিয়েছেন শিল্পী। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সব দৃশ্য, তাঁর পরিচিত নানা মুখ, মানুষের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে মুহূর্তের রসটুকু আবিষ্কার করে শিল্পকে সার্থক করেছেন। দর্শক



দিনলিপি: আকৃতি আর্ট গ্যালারিতে কে জি সুব্রহ্মণ্যনের চিত্রকর্মের প্রদর্শনী





দেখলেন এই দৈনন্দিনের গল্পগাথা।

দৈনন্দিনের কবিতায় শিল্পী নিছকই তাঁর ড্রয়িং-এর ক্ষমতা জাহির করতে চাননি। মানুষগুলোকে দেখার, তাদের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে রেখা বা আঙ্গিকের সরলতা চোখে পড়ছে, সেখানে আরও কিছু বলা হয়েছে।



কে জি-র এই কিউরেটেড প্রদর্শনী শুধুই কিছু ছবির সমাহার নয়, অনেক গল্পও বলেছে। এক একটি কাগজে অসাধারণ মুহূর্ত ধরা আছে মানুষের মৌলিক কিছু চরিত্রের মাধ্যমে। আবার কোথাও যেন নাটকের কোনও অদ্ভুত দৃশ্য। কোথাও বা চরম একাকিত্বের কাহিনি। আর একটি ছবিতে বিশেষ অনুভূতি, যেমন দুঃখ বা হতাশা, বিভিন্ন মুখাবয়বে সেটির বিবিধ প্রকাশভঙ্গি। এই সব ছোট ছোট ছবি থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

কয়েকটি ছবিতে তাঁর ড্রয়িংয়ের সহজাত দক্ষতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সামান্য কিছু রেখায় মুখের গঠন, চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের অভিব্যক্তি এবং শরীরের ভঙ্গিতে অনেক কিছু ফুটিয়ে তুলেছেন।

একটি ছবিতে হাতের উপরে মাথা রেখে বসে থাকা মহিলার অবয়বটি খুব আকর্ষক। অল্প রেখায় তাঁর শরীরের ভার, চিন্তামগ্নতা এবং নিঃসঙ্গতা প্রকাশিত হয়েছে। এই ছবিটিতে রেখা নিছক শরীর নির্মাণের মাধ্যম নয়, চরিত্রের ভাব প্রকাশের উপায়। অপর একটি ছবিতে কালি ও জলরঙের সাহায্যে এঁকেছেন তিনটি মহিলার ছবি। তাদের অভিব্যক্তিতে যেন পতিতালয়ের ভাব ধরা পড়ে। উপরে বসা মহিলার সাজগোজ ভাল। বাকি দু’জনের চেহারায় নির্যাতন এবং শোষণের ছাপ। পাশের জানলায় নানা মাথার উঁকিঝুঁকি।

একটি ছবিতে বলপয়েন্ট দিয়ে কাগজে আঁকা বসে থাকা এক রমণীর মুখে বিষণ্ণতা ও ক্লান্তির আভাস। অথচ পাশাপাশি অপর একটি চেয়ারে বসা নারীর ছবিতে জলরঙের ব্যবহার, শরীরের প্রসারণ এবং শুধু হাতের অবস্থানের মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে।

আরও একটি বলপয়েন্টে অত্যন্ত সহজ ভাবে আঁকা মুখোমুখি দু’টি মুখের পারস্পরিক কথোপকথন ও অভিব্যক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গ নাটকীয়তা রয়েছে।

এখানে বেশ কিছু রঙিন কম্পোজিশন দেখা গেল। তাঁর মধ্যে একটিতে দু’টি ছবি পারস্পরিক সম্পর্কে বাঁধা এবং সেখানে লোকশিল্পের আখ্যানধর্মিতা, অলঙ্করণ, সমতল রঙের ব্যবহার সব একসঙ্গে আধুনিক আঙ্গিকে গাঁথা। ভারী সুন্দর।

আরও একটি রঙিন ছবি, যেটি কাগজে বলপয়েন্ট পেন এবং গোয়াশের সাহায্যে করেছেন। একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি, তাদের পারস্পরিক অবস্থান এবং ঘরোয়া পরিবেশ নির্মাণে একটি চলমান মুহূর্তকে ধরেছেন। কিন্তু সেখানে কৌতুক মিশ্রিত ভালবাসা লক্ষণীয়।

কে জি সুব্রহ্মণ্যনের ছবিতে ড্রয়িংয়ের দক্ষতার পাশাপাশি চরিত্র দেখার ক্ষমতার সঙ্গে অসম্ভব এক দৃশ্যগত রসবোধ আছে, যা তাঁর এই সব ড্রয়িংকে অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে দেয়।

শমিতা বসু